কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবা ইউনিট
সরেজমিন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বন্যা পরবর্তী বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ
(ফেনী জেলার জন্য)

প্রকাশের তারিখ: ১৭/০৭/২০২৫

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ফেনী জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের গোমতী, মুহুরি, সেলোনিয়া ও ফেনী নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, নদীসমূহ বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

- উঁচু ও পানি নিষ্কাশনযোগ্য স্থানে আমন ধানের নতুন বীজতলা তৈরি করুন।
- প্লাবিত এলাকায় উঠান বীজতলা, ভাসমান বীজতলা অথবা প্লাস্টিক ট্রে বীজতলা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম লবন মিশিয়ে ডুবিয়ে ভাসা বীজ বাদ দিন তারপর কার্বেন্ডাজিম (২ গ্রাম/কেজি বীজ) দিয়ে বীজ শোধন করুন।
- পানি নেমে যাওয়ার পর আমন ধানের আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন বিআর৫, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রিধান৩৪, ব্রি ধান৪৬, এবং ব্রি ধান৫৪ রোপণ করতে হবে। তবে স্বল্প মেয়াদি জাত ব্রিধান৩৩, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫ বেছে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত বীজতলা করা যাবে।
- আমন ধানের চারা রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে, যাতে সহজে রোপণ করা যায়। চারা রোপণের সময় বৃষ্টিপাত হলে বিলম্ব করে রোপণ করতে হবে।
- কুশি গজানোর সময় জমিতে ৩-৫ সেমি পরিমাণ পানি রাখতে হবে।
- বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া ধান গাছের যাবতীয় পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা, সুষম পরিমাণে সার প্রয়োগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্যার পরে আমন ধানের চারা গাছ সম্পূর্ণভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ৬০ গ্রাম পটাশ সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।
- বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।
- গবাদি পশুকে সবুজ ঘাসের পাশাপাশি ভিটামিন এবং খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে। ঘাস পাওয়া না গেলে ইপিল ইপিল, সজনা, কলা, বাঁশ, আম এবং কাঁঠাল পাতা দেওয়া যেতে পারে।
- বন্যার কারণে হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দেখা দিতে পারে। তাই খাবারের সাথে অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন পাউডার মিশিয়ে হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানো যেতে পারে।